দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ..10 DEC 2016... পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...2...

নিজের স্কুলই যেন হয় শিশুদের পরীক্ষা কেন্দ্র

শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ কমাতে এই দাবি অভিভাবকদের

■ নিজামুল হক

প্রাথমিক ও অষ্টম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা নিজ স্কুলে আয়োজনের দাবি উঠেছে। অভিভাবকরা বলছেন, পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা শিশু এবং কিশোর, তাই অন্য প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা দিতে গিয়ে নানা ধরনের বিপাকে পড়ছে। 'পরীক্ষা ভীতির, সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'কেন্দ্র ভীতিও'। রেওয়াজের গুরুত্ব না দিয়ে অবস্থা বিবেচনা করে পরীক্ষা পরিচালনার নীতিমালা প্রণয়নের দাবিও তাদের।

প্রতিবছর গড়ে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ৩২ লাখ পরীক্ষার্থী অংশ নেয় ৭ হাজার কেন্দ্রে। ৯ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের অন্য স্কুল কেন্দ্রে গিয়ে এক ধরনের 'ভীতি' নিয়ে পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। পরীক্ষা নীতিমালা অনুযায়ী, প্রতি ইউনিয়নে একটি হাইস্কুল কেন্দ্রে গিয়ে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়।

পৃষ্ঠা ১৯
কলাম ৮

নিজের স্কুলই যেন হয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রায় ২৯ হাজার প্রতিষ্ঠানের ২৪ লাখ কিশোর পরীক্ষার্থী অষ্টম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নেয়। পরীক্ষা পরিচালনার নীতিমালা অনুযায়ী এসব পরীক্ষার্থীকে অন্য স্কুল কেন্দ্রে গিয়ে পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। শিক্ষকরা ওই স্কুলেই থাকেন। দেশের দুই হাজার ৭৩৪টি কেন্দ্রে একযোগে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

পাবলিক পরীক্ষা পদ্ধতি চালুর শুরু থেকেই যেভাবে অন্য স্কুল কেন্দ্রে পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে, সেই রীতিতেই পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে।

এ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের বক্তব্য, শিক্ষার্থীদের স্কুল কেন্দ্র পরিবর্তন না করে শিক্ষকদের পরিবর্তন করা হলে ভোগান্তি থেকে শিশু পরীক্ষার্থীদের রক্ষা করা যায়।

রফিকুল ইসলাম নামে এক অভিভাবক বলেছেন, রাজধানীর একটি স্কুলের পাশে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকি, যাতে যাতায়াতের ক্ষেত্রে ভোগান্তি না হয়। কিন্তু পরীক্ষা কেন্দ্র হয় অনেক দূরের স্কুলে। এ কারণে বাবা অথবা মাকে সঙ্গে গিয়ে যেতে হয়, কেন্দ্রের বাইরে তিন ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। বসারও কোনো ব্যবস্থা থাকে না। যাওয়ার সময় পথে যানজট থাকে। যদি নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌছানো না যায়, এমন শঙ্কা থেকে টেনশনেও থাকি। কোনো কক্ষে পরীক্ষা হবে তাও খুঁজে নিতে সময় ক্ষেপণ হয়। নতুন প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা হওয়ার কারণে সন্তানদের চোখে-মুখে ভীতির ছাপও দেখতে পাই আমরা।

এই অভিভাবকদের দাবি ও মত, নিজ স্কুলে পরীক্ষা কেন্দ্র হলে সাথে অভিভাবকের যাওয়ার প্রয়োজনও পড়ে না। ফলে যানজটের ভোগান্তি নেই। শিশু পরীক্ষার্থীরাও ভয়মুক্ত থাকে। শুধু শিক্ষকদের অন্য পরীক্ষা কেন্দ্রে গেলেই চলে।

মফস্বল এবং গ্রামের শিক্ষার্থীদের আরো বেশি ভোগান্তি। কাছাকাছি কোনো স্কুল কেন্দ্র নেই। মাইলের পর মাইল দূরে গিয়ে শিশু পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। যোগাযোগের জন্য ভালো যানবাহন না থাকায় অনেক শিক্ষার্থী যথাসময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রেও পৌঁছতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে দূরের স্কুলে পরীক্ষা নেয়ার কারণে পরীক্ষার্থীদের বাসা ভাড়া করে থাকতে হয়। এতে আর্থিক ক্ষতিরও সম্মুখিন হয় অভিভাবকরা। অনেক স্থানে আবাসন ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষার্থীদের দূর থেকে এসেই পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়।

মানিকগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা অফিসার আবু সায়েম বলেন, প্রাথমিক সমাপনী ইউনিয়নের একটি হাইস্কুলে পরীক্ষার কেন্দ্র করা হয়। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে ভীতি তৈরি না হয়, এ কারণে ওই স্কুল কেন্দ্রে গিয়ে একটি মডেল টেস্টও নেয়া হয়।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সচিব শাহেদুল খবীর চৌধুরী বলেন, এটা অতীত থেকেই চলে আসছে। শিক্ষকরা অন্য স্কুল কেন্দ্রে গেলে পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার সমস্যা হয়। এ কারণেই শিক্ষার্থীদের অন্য স্কুল কেন্দ্রে পরীক্ষা হয়।

তবে দীর্ঘ সময় ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব পালন করা বতর্মানে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, বিষয়টি নিয়ে 'পরীক্ষা' করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের নিজ স্কুল কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে হলে অন্য স্কুলের শিক্ষকদের আনতে হয়। তখন ওই শিক্ষকদের নানামুখী সমস্যায় পড়তে হয়। শিক্ষার্থীকে সহযোগিতার জন্য চাপ আসে। সহযোগিতা না করলে শিক্ষকদের মারধরও করা হয়। এ কারণে শিক্ষকদের পরিবর্তন না করে শিক্ষার্থীদের পরিবর্তন করা হয়।

নিজ স্কুলে পরীক্ষা কেন্দ্র করার পক্ষে শিক্ষক সমিতির সভাপতি নজরুল ইসলাম রনি। তার বক্তব্য, শিক্ষার্থীরা নিজ স্কুলে পরীক্ষা দিতে পারলে ভালো হয়। পরিচিত জায়গা হওয়ায় তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জন্মায়, কোনো ভীতি থাকে না। উচ্ছ্বাসের মধ্যে পরীক্ষা দেয়। শিক্ষার্থীদের তুলনায় শিক্ষক সংখ্যা খুব কম থাকায় শিক্ষকদের অন্য স্কুল কেন্দ্রে গেলে কোনো সমস্যা হয় না। বিষয়টি শিক্ষাবোর্ড নতুন করে ভাবতে পারে।